সাউথ সুদানের পথে – ডিংকা-নুয়েরদের দেশে - ১

শোভন শামস

ডিঙ্কা নুয়েরদের দেশ বলেছি বলেই মাত্র এই দুই গোত্রের মানুষ সেইদেশে থাকে তা কিন্তু না। নতুন স্বাধীন হওয়া দেশ সাউথ সুদানের কিছু কথা বলতেই এই লিখা। মাত্র তিন বছর হল দেশটার বয়স, আস্তে আস্তে একদিন এদেশও সম্মৃধশালী হবে। নতুন ভাবে গড়ে তুলবে তাদের ভবিষ্যৎ। প্রায় ১৪২ টা গোত্র আছে এই দেশে। তার মধ্যে বড় গোত্র হল ডিঙ্কারা আর তারপরই আছে নুয়ের গোত্র। তাই তাদের কথা দিয়েই লিখা শুরু করলাম। বারী গোত্র থাকে জুবা তথা রাজধানী শহরে। রাজধানী বলে অন্য গোত্রের মানুষ এখন অনেক আছে এই শহরে। ঢাকা থেকে প্রথমে উগান্ডার এন্টেবিতে কাটালাম কয়েকদিন। তারপর সেখান থেকে জুবার উদ্দেশ্যে যাত্রা।

সকাল সাড়ে সাতটায় এন্টেবী এয়ারপোর্টে চেকইনের জন্য রিপোর্ট করলাম। আমাদের বিমান উড়াল দিল নয়টার পরে। এন্টেবী থেকে জুবা ৫০ মিনিট ফ্লাইট টাইম । লেক ভিক্টোরিয়ার উপর দিয়ে উড়াল দিয়ে বিমানখানি সাউথ সুদানের পথে চলল। আফ্রিকার ভু প্রকৃতি দেখতে দেখতে জুবার কাছে এসে বিমান নীচে নামা শুরু করল। বিমান থেকে দেখলাম এখানে নদী নালা ও জলাভূমি বেশ আছে। সবুজেরও অভাব দেখলাম না। বাড়ি ঘরগুলো টিনের চাল, বেশিরভাগই একতালা, আকাশ থেকে দেখে প্রাথমিক ভাবে উগান্ডার চেয়ে একটু গরীব বলেই মনে হলো।নীচে লাল মাটির রাস্তা , একটু ঘন বসতি এবং গাড়িঘোড়ার সংখ্যা কমই মনে হচ্ছে। যথা সময়ে বিমান জুবার মাটি স্পর্শ করল।জুবা সাউথ সুদানের রাজধানী এটা সেন্ট্রাল ইকুয়েটরিয়া প্রদেশের একটা শহর।বাংলাদেশ থেকে সময় তিন ঘন্টা আগে। আবহাওয়া একটু গরম তবে অনেক সবুজ গাছপালা, ঘাস , ঝোপ ঝাড় আছে। চারিদিকে সবুজ ঘাস, সূর্যের অকৃপণ আলো, লাল মাটির রাস্তা, সব মিলিয়ে আগস্ট মাসের এই সময়ের আবহাওয়া চমৎকার।

আমাদের প্লেন যখন জুবা এয়ারপোর্টে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন বিমানের জানালা দিয়ে এক নজরে দেশটাকে একটু দেখলাম।লাল , নীল , সবুজ ইত্যাদি নানা বর্ণের টিনের একতালা

ঘরবাড়ি, লাল মাটির রাস্তা, লাল মাটিতে সবুজ ঘাসের ছোপ, ঝোপ ঝাড় । জুবা শহরের আশেপাশে পাহাড়ও দেখলাম।কিছু বাড়িঘর শুধু ইটের বানানো । আফ্রিকান ধাঁচের ছোট ছোট ঘর, এগুলোকে টুকুল বলে এখানে। নদী এঁকে বেঁকে বয়ে চলছে দেখলাম। ঘাস আছে তাই এটা গরু ও অন্যান্য পশুদের বেশ বড় চারণ ভূমি । এই ঘাস খেয়েই এখানকার গৃহ পালিত পশুগুলো বেঁচে থাকে। তাই স্থানীয়দের কাছে এই চারন ভুমি অমূল্য সম্পদ।

৯ জুলাই ২০১১ সালে সাউথ সুদান পৃথিবীর ১৯৫ তম রাষ্ট্র হিসেবে স্বাধীনতা লাভ করে। বর্তমানে দেশের রাজধানী জুবা। ভবিষ্যতে এটা অন্য শহরে স্থানান্তর হতে পারে। সাউথ সুদানের জনগন গনভোটের মাধ্যমে তাদের স্বাধীনতার দাবী প্রতিষ্ঠিত করে । বহু বছর ধরে চলা গৃহযুদ্ধের কালো থাবা এদেশে তার আঘাত হেনেছিল। ফলশ্রুতিতে ইতিহাসের পাতায় এক দুঃসহ মানবিক বিপর্যয় নেমে আসে। পরবর্তীতে দেশটির স্বাধীনতা প্রাপ্তি এই অঞ্চলের জন্য একটা মাইলফলক হিসেবে লিখা থাকবে । সুদানের ভাগ্যে সুখ বহুকাল ধরেই ছিল না।

ইতিহাস থেকে কিছু কথা

সেই ১৮২০ সালে মিশর সুদানের উত্তর অংশ দখল করে আইভরি ও দাস ব্যবসা শুরু করে। ১৮৮৫ সালে মোহাম্মাদ আহমাদ আল মেহদীর নেতৃত্বে খার্তুমে সুদানিদের শাসনের পত্তন হয়। ১৮৯০ সালে ব্রিটেন আবার তাদের দখলদারিত্ব বুঝে নেয়। পরবর্তীতে ব্রিটেন ও মিশর মিলিতভাবে সুদানের কর্তৃত্ব গ্রহন করে। ব্রিটিশরা সুদানের উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ভিন্নতার কারনে দুটো আলাদা রিজিওনে ভাগ করে শাসন কাজ পরিচালনা করত।

১৯৪৬ সালে ব্রিটিশরা হঠাৎ করে উত্তর ও দক্ষিণ একত্রে একটা প্রাশাসনিক রিজিয়ন গঠন করে। দক্ষিণের প্রাশাসনিক কাজের জন্য আরবি ভাষাকে গ্রহন করা হয়।এ সময় উত্তরের আরবি ভাষাভাষী মানুষেরা দক্ষিণের পদগুলোতে চাকুরী পায়। ১৯৫৫ সালে দক্ষিণের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা উত্তরের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতায়নের কারণে ভীত হয়ে ইস্টার্ন ইকুয়েটরিয়ার তরিত শহরে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহীরা আনিয়ানিয়া নামে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন সংগঠিত করে।আনিয়ানিয়ার পথ চলা কখনই মসৃণ ছিল না। এই সংগঠনকে ক্রমাগত আভ্যন্তরীণ কোন্দল ও অস্থির অবস্থা মোকাবেলা করতে হয়েছে।

১৯৫৫ সালে সুদানে প্রথম গৃহ যুদ্ধ শুরু হয় এবং ১৯৭২ সাল পর্যন্ত যুদ্ধ চলে।১৯৫৬ সালের পহেলা জানুয়ারি সুদান উত্তর ও দক্ষিণের অংশ মিলে এক দেশ হিসেবে স্বাধীনতা লাভ করে।১৯৭২ সালে বিদ্রোহীরা সাউথ সুদান লিবারেশন মুভমেন্টের ছত্রছায়ায় সুদান সরকারের সাথে শান্তি আলোচনায় বসে এসময় আদ্দিসআবাবা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতে সাউথ সুদান বেশ কিছু বিষয়ে স্বায়ত্ত শাসন পাওয়ার পাশাপাশি খনিজ সম্পদের ভাগে অংশীদার হয়। ১৯৭০ এর দশকে আপাত দৃষ্টিতে সুদানে শান্তি বিরাজ করছিল। এ সময় পশ্চিমা বিশ্ব সুদান সরকারের কাছে অস্ত্র সরবরাহ করে। রাশিয়ার মদদপুষ্ট ইথিওপিয়া ও লিবিয়াকে ঘায়েল করার জন্য আমেরিকা সুদানের কাছে অনেক যন্ত্রপাতি বিক্রি করে ।

সেভ্রন ১৯৭৮ সালে সাউথ সুদানের আপার নাইল ও সাউদারন কোরদফানে বিশাল তেল ক্ষেত্র আবিষ্কার করে। খারতুম সরকার নতুন ভাবে সাউথ সুদানের সীমানা নির্ধারণ করে এবং

তেল ক্ষেত্র গুলো উত্তরের অধীনে নিয়ে আসে। এসময় ১৯৭০ সালের আদ্দিস আবাবা চুক্তি বার বার লঙ্ঘনের ফলে দক্ষিণে গোলযোগ ও অশান্তি দেখা দেয়।

সুদান সরকার ১৯৮৩ সালে আদ্দিস আবাবা চুক্তি বাতিল করে দেয় এবং দক্ষিণ সুদানকে তিনটা অঞ্চলে ভাগ করা হয়। প্রেসিডেন্ট নিমেরি এসময় জোর করে ইসলামি শাসন দক্ষিণের উপর চাপিয়ে দেয়। সুদানকে আরব রাষ্ট্র বানানোর প্রচেষ্টা নেয়া হয়। ফলশ্রুতিতে বিদ্রোহীরা আরও সংগঠিত হয় এবং সমস্ত দক্ষিণ অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দেয়। সেই বছর ইথিওপিয়াতে জন গারাংএর নেতৃত্বতে সুদানিজ পিপলস লিবারেশন আর্মি (এস পি এল এ)গঠিত হয় । একই বছর সেপ্টেম্বরে নিমেরি সরকার সমগ্র সুদানে শরিয়া আইন চালু করে।

আশির দশকের মাঝামাঝি সারা দক্ষিণ সুদান জুড়ে বিদ্রোহ চলতে থাকে। এস পি এল এ সরকারী বাহিনীর উপর হামলা চালাতে থাকে এবং নিজেদের নিয়ন্ত্রন বাড়াতে থাকে।সরকার সমর্থিত আরব মিলিশিয়ারা সাউথ সুদানের গ্রামে গ্রামে হামলা চালায়, গ্রাম গুলো ধ্বংস করতে থাকে।দাস ব্যবসা জমজমাট হয়ে উঠে। গ্রামবাসীর গ্রাম ছেড়ে ইথিওপিয়ার উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নেয়।

১৯৮৯ সালে ওমর আল বশীর ক্ষমতা দখল করে, সমস্যা বেড়েই চলে এবং দিন দিন তার অবনতি হতে থাকে। ৯ জানুয়ারী ২০০৫ সালে দক্ষিণের বিদ্রোহী ও সুদান সরকারের মধ্যে নাইরোবি কম্প্রিহেন্সিভ পিস এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে সাউথ সুদান ছয় বছরের জন্য পরীক্ষা মুলকভাবে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করবে, এরপরে ভোটের মাধ্যমে জনগণ স্বাধীনতার সিদ্ধান্ত নিবে। এই চুক্তিতে স্থায়ী অস্ত্র বিরতি ও তেলের ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করা হয়। শরিয়া আইন উত্তরে বলবৎ থাকে এবং দক্ষিণের জন্য আঞ্চলিকভাবে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার পায়।

১লা আগস্ট ২০০৫ সাউথ সুদানের স্বপ্নদ্রষ্টা জন গারাং হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় নিহত হন। এই ঘটনার তিন সপ্তাহ আগে তিনি সুদানের প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়ে ছিলেন। আবার রায়ট লাগে তবে শান্তি চুক্তি বলবৎ থাকে।

জানুয়ারী ২০১১ সালে সাউথ সুদানের শতকরা ৯৯ ভাগ মানুষ স্বাধীনতার পক্ষে ভোট দেয়। ৯ জুলাই ২০১১ সাউথ সুদান একটা স্বাধীন দেশ – রিপাবলিক অব সাউথ সুদান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসেবে সালভা কির দায়িত্ব গ্রহন করে। ১৪ জুলাই ২০১১ সালে সাউথ সুদান ১৯৩ তম সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে জাতিসংঘে স্থান করে নেয়।

নতুন স্বাধীন দেশ - রিপাবলিক অব সাউথ সুদান

চারিদিকে প্রতিবেশী দেশ দিয়ে ঘেরা ভূমিবেষ্টিত এই দেশ । এর চারপাশে আছে সুদান, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক , ডেমক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো, উগান্ডা, কেনিয়া এবং ইথিওপিয়া। দেশটির অনেক সম্ভবনা এবং সম্পদ থাকা সত্বেও সাউথ সুদান নিত্যপ্রয়োজনীয়

দ্রব্যের জন্যও মূলত আমদানির উপর নির্ভরশীল।উত্তরে সুদান থেকে এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলো থেকে এদেশে জিনিসপত্র আসে।

নতুন এই দেশের নানা খবরের সরবরাহ নিশ্চিত করতে সাউথ সুদানে সাউদার্ণ আই, দি নিউ নেশান নামে সাপ্তাহিক ইংরেজি পেপার নিয়মিত বের হয়, এগুলোতে ভালই তথ্য থাকে। এছাড়া সিটিজেন নামে ইংরেজিতে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা ও দেখলাম, মাঝে মাঝে এসব পেপার পড়া পড়ি।

সকাল বেলা বাসে করে জাবাল কুজুর এলাকায় গেলাম। তিরিশ মিনিটের রাস্তা, মোটামুটি জুবা শহরের এক কোনা থেকে অন্য কোনা।পাথুরে পাহাড়, বর্ষাকাল বলে এখন বৃষ্টি হয় মাঝে মাঝে তাই বেশ সবুজ। অনেক বড় বড় বোল্ডার আছে, পাথরের পাহাড়ে ছোট ছোট নানা সাইজের পাথরের স্তূপ আছে। এই সব স্তূপের বড় পাথর গুলোর মধ্যে শিকড় নামিয়ে বেড়ে উঠছে বড় বড় গাছ। খুব সুন্দর দৃশ্য , ছবি তুলতে পারিনি কারন এদেশে ছবি তুলতে মানা। কারন অজানা।

পাহাড় ও রাস্তার মাঝখানে মানুষের ঘরবাড়ি । ছোট ছোট শনে ছাওয়া ঘর এরা টুকুল বলে, তাছাড়া মাটির ছোট চারকোনা ঘরও আছে। বাংলো প্যাটার্নের অনেক নতুন ঘরবাড়ী তৈরি হচ্ছে। শহর এলাকাতে মানুষ অনেক বেশি, অথচ সারা দেশে জনসংখ্যা মাত্র এগারো মিলিয়ন । বাংলাদেশের চার গুনেরও বেশী এলাকা এদেশে।

হেনরিক ডেনিশ সে পাখি ওয়াচ করে । নানা দেশ ভ্রমন করে হরেক রকম নতুন পাখি দেখে ও ছবি তোলে। টুনটুনির মত লাল রঙের পাখি দেখলাম। ওর ব্যাগে সবসময় বাইনো,ক্যামেরা ইত্যাদি থাকে।কমপিউটারে প্রতিটি দেশের পাখিদের জন্য আলাদা আলাদা ফাইল আছে। এই সখের জন্য সে অনেক বই কেনে ও খরচ করে। তার স্ত্রীর শখ সামুদ্রিক প্রাণী ও ডলফিন দেখা। ছুটিতে বেড়াতে গেলে দুজনে দুজনের আকর্ষণীয় বিষয় দেখে বেড়ায় ।তার ছেলের বয়স আট আর মেয়ের পাঁচ । ছয় মাসের জন্য সাউথ সুদানে এসেছে, ডেনিশরা জুবা শহরে বাসা ভাড়া করে থাকে। সময় পেলে জুবা শহরে ঘুরে বেড়ায়, ফেরার পথে কোন ভাল হোটেলে খেয়ে নেয়। ৫০ থেকে ৬০ পাউন্ডে ভাল লাঞ্চ কিংবা ডিনার হয়ে যায়। এখানকার স্কেন্ডেনেভিয়ানরা সবাই সাড়ে ছয় ফিটের বিশাল দেহের মানুষ। এদেশিরা এদেরকে সমঝে চলে। অনেক বিদেশীদের এই শহরে নানা সমস্যা হয়। হেনরিক জানালো যে জুবা শহরে ঘুরে বেড়াতে তার কোন সমস্যা হয় না।

এদেশের মানুষদেরকে তার কাছে ভালই লাগে। এরা দরকার হলে কাজ করে তারপর বসে থাকে। ইথিওপিয়ার মানুষরা এদেশে এসে ব্যবসা করছে কারন এরা ব্যবসাতে অভ্যস্ত না কিংবা করতে চায় না। দেশের উন্নয়ন খুব ধীর গতিতে হচ্ছে। স্বাধীনতার আগে এদেশের মানুষ মনে করেছিলো স্বাধীনতার পর তারা চকচকে একটা নতুন দেশ পাবে। বাস্তবে তারা পেল একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত অনুন্নত দেশ । তাদের স্বপ্ন ভংগ হল। এখন নিজেদের দেশ তাদেরকেই গড়ে তুলতে হবে। আজকে সকালে টিপ টিপ বৃষ্টি ছিল।দুপুরে আবার রোদ । রোদ হলেই তাপমাত্রা বেড়ে যায়।তবে ছায়াতে থাকলে বেশ ঠাণ্ডা লাগে।

আজ রাতে আমরা বাইরে খাব । গাড়িতে করে নীল নদের পাড়ে দা ভিঞ্চি রেস্টুরেন্টে গেলাম। অনেক বড় এলাকা নিয়ে নদীর পাড়ে এই রেস্টুরেন্ট , নদীর উপর ফ্লোটিং ডেক, আকাশে চাঁদের আলো, সাথে তারা ভরা পরিস্কার আকাশ। আমরা সবাই একটা তাল গাছের পাশে মোমের আলোতে বসলাম, আস্তে আস্তে খাবার খেলাম, আমরা ১৫ জন ছিলাম, ১৬০ ডলার বিল এলো। রাত গভীর হয়নি যদিও তারপরও ফিরতে হবে। এদিকটাতে আগে আসা হয়নি। এখান থেকে নীল নদের উপর ব্রিজটা দেখা যায়। এটা জুবা ব্রিজ। এই পথেই তরিত ও উগান্ডার পাশের সীমান্ত শহর নিমুলে যেতে হয়। সাউথ সুদানের অনেক পণ্য এই বর্ডার দিয়ে উগান্ডা থেকে আসে।

বসে বসে নদীর কুলকুল শব্দ শুনলাম, ঢেউ আছে নদীতে , আছে অনেক ছোট ছোট দ্বীপ । নদীর পানিতে চাঁদের আলো পড়ে অপূর্ব সুন্দর লাগছিলো।অনেক কাস্টমার বাইরে বসে খেতে খেতে গল্প করছে। ভেতরেও বেশ সুপরিসর জায়গাতে বসার ব্যবস্থা রয়েছে। সবাই বাইরেই প্রকৃতির কাছাকাছি বসেছে।

ছুটির দিন আজ, সকাল ১০ টার সময় মাছ কিনতে কনিও কনিও মার্কেটে গেলাম। টম্পিং থেকে বের হয়ে বামের রাস্তা দিয়ে এয়ারপোর্টের সামনে হয়ে রওয়ানা হলাম। বেশ দূরে বাজার। কনিও কনিও মার্কেট। এটা পাইকারি বাজার। সব জিনিস পাওয়া যায় ।সাউথ সুদানে প্রায় সব কিছু আসে আশেপাশের দেশগুলো থেকে। এক্ষেত্রে উগান্ডা সবার আগে। উগান্ডা থেকে ট্রাক বোঝাই মালামাল নিমুলে হয়ে জুবাতে আসে। উগান্ডার অংশের রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ। লাল মাটির রাস্তা।

একটা দোকানের পাশে গাড়ি রেখে আমরা বাজারে ঢুকলাম। বিশাল বাজার সবই আছে। প্রথমে মাছের বাজারে গেলাম। বড় বড় মাছ পাওয়া যায় । ১০০ পাউন্ড দিয়ে মাছ কেনা হল। ১০ পাউন্ড লাগলো মাছ প্রসেস করতে । আঁশ ফেলে ছোট ছোট টুকরো করে পলিথিনে ভরে দিল। আবহাওয়া শুকনো তাই এখানে মাছ তাড়াতাড়ি নষ্ট হয় না।

মাছ কিনে সন্ধির বাজারে গেলাম। সব ধরনের সব্জিই পাওয়া যায় । জুবাতে সবকিছুই পাওয়া যায় এখন, দাম একটু বেশি । উগান্ডা থেকে সব কিছুই আসে। কলা দুই হালি ৮ পাউন্ড, ডিম ৩০ টা ২০ পাউন্ড । মরিচ, পেয়াজ, ডাটাশাক, ভেন্ডি কিনলাম । বাংলাদেশের চারগুনের মত দাম । । এখানে এক ডলারে চার সাড়ে চার পাউন্ড পাওয়া যায়। উগান্ডার এক দোকানী ফেরি করে ফল বিক্রি করছে। ইথিওপিয়ানরা অনেক বড় বড় দোকানের মালিক। এখানে জুস, পেয়াজ , মসলা ও অন্যান্য জিনিষপত্র পাওয়া যায় ।

এরপর সুপ্রিম বার রেস্টুরেন্টে আসলাম। এখানে ট্রাভেল এজেন্টের অফিস আছে। আজ বন্ধ ছিল। এখানে অনেক টুকুল বানানো আছে। ইউরোপীয়রা এসব টুকুল বসে বই পড়ে , কম্পিউটারে কাজ করে, এবং সময়টাকে উপভোগ করে। তারপর দুপুরে খেয়ে বিকেলে ফিরে যায়। এখানে রাস্তার মোড় থেকে সাউথ সুদানের ফ্লাগ কিনলাম একটা, ১০ পাউন্ড নিল । অনেক দেশেরই পতাকা আছে এই ফেরিওয়ালার কাছে। দোকানীর বাড়ি উগান্ডাতে, এখানে ব্যবসা করছে, ভালই আছে। দুপুর হয়ে গেছে। সূর্যের অকৃপণ আলো চারিদিকে। আমরা নীল নদের পারে বসার জন্য চললাম । একটু ঘুরে আমরা নীল নদের পাড়ে হাবেসা কন্টিনেন্টাল রেস্টুরেন্টে গেলাম। এটা হোয়াইট নীল নদীর পাড়ে। ইথিওপিয়ান রেস্টুরেন্ট ।

এই নদীর পাড়ে এরকম অনেক ছোট বড় রেস্টুরেন্ট আছে। নদীর পাড়ে পানিতে ছাদের মত চাতাল বানিয়ে বসার ব্যবস্থা করা আছে । ঢুকতেই বড় তাঁবু টাঙ্গানো আছে, হুঁকার মত শিশা খাওয়ার জন্য। যারা শিশা সেবন করে তারা এখানে সোফাতে আরাম করে বসে পাইপে সুখটান দেয়। রেস্টুরেন্টের সামনে খোলা বারান্দা , চেয়ার টেবিল লাগানো।বসে বসে নদীর দৃশ্য দেখতে দেখতে অলস সময় কাটানো যায় যদি হাতে সময় থাকে। খোলা মেলা পরিবেশ, গল্প করলাম কিছুক্ষণ, কোক নিলাম ৩ টা, ১৫ পাউন্ড। নদীর দৃশ্য দেখতে দেখতে গাছের ছায়ায় সময় কাটালাম । এ কয়েক দিনে জুবা শহরের বেশ কিছু জায়গা দেখা হল।

বিকেল বেলা আবার বের হলাম। এয়ারপোর্টের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গেলে ভাঙা চোরা রাস্তা। সেখানে দারফুর থেকে আসা উদ্বাস্তুরা আশ্রয় নিয়েছে। তারা এখানে মানবেতর জীবন যাপন করে। এরা মুলত মুসলমান , এখানে ছোট খাট ব্যবসা করে। রাস্তের পাশেই ঝুপড়ি দোকান , দোকানের সামনে ধোঁয়া উড়ছে , খাসির রান, সিনা কয়লার আগুনে পুড়ছে, আমরা বেশ কয়েকজন মিলে সেখানে গেলাম। চেয়ার টেবিল লাগিয়ে দিল রাস্তার পাশে। একটা সিনার মাংস তিন জন খেতে পারে, ৫০ পাউন্ড একটা, সাথে সালাদ, লেবু ইত্যাদি দিয়ে দেয়। যাবার পথে আমরা বেকারি থেকে লম্বা বন রুটি ও কোক নিয়ে গিয়েছিলাম। গল্প গুজব করে সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে কাটালাম।

আজ দুপুরে খাবারের পর জুবা শহরটা চক্কর দিতে বের হলাম। জিত ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে গেলাম। ভারতীয়দের দোকান। বেশ বড় এবং সাউথ সুদানে বেশ নাম করেছে এই চেইন স্টোরটি। প্রায় সব জিনিষ আছে এখানে। ফ্ল্যাগও পেলাম, ৭ পাউন্ড, দাম ভালই। কিছুক্ষণ দেখে আবার বের হলাম। এবার ফিনিসিয়া ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে গেলাম, এটা একটু ছোট হলেও অনেক ভাল জিনিষ পাওয়া যায়। ব্ল্যাক বেরি জুসের একটা বোতল নিলাম ৬ পাউন্ড, স্নিকারস চকলেট কিনলাম একটা।

ড্রাইভ করে আবার হাবাসা কন্টিনেন্টালে চলে এলাম। তিন বোতল পানি নয় এস এস পি এক এস এস পি টিপস দিলাম। নীল নদের পারে বসে কিছু সময় কাটালাম, কিছু ছবি তুললাম। আজ আবার বের হলাম শহর চক্করে। এবার এয়ারপোর্টের অন্য প্রান্তে চলে এলাম। এলাকাটার নাম বিলপাম।একটা বড় লেক আছে সেখানে। অনেক খালি জায়গা আছে এই এলাকায় । এলাকাটা এস পি এল এর হেড কোয়াটারের কাছে তাই একটু বিধি নিষেধ আছে চলাচলে। রাস্তা আস্তে আস্তে উচু হয়ে গেছে। তারপর এস পি এল এর হেড কোয়াটার, আশেপাশের এলাকাতে এদের সৈনিকরা টুকুল কিংবা ঘর বানিয়ে থাকে। এখানে জিত ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের একটা শাখা আছে। এবার ফেরার পালা। উপর থেকে পুরো জুবা শহরটা দেখা যায়। অপূর্ব দৃশ্য। এক সময় এই শহরটা অনেক উন্নত হবে। এখন অনেক হাই রাইজ বাড়িঘর তৈরি হচ্ছে। এখানে ছবি তোলা মানা। জুবার লাল নীল ইত্যাদি রঙের চালের ঘরবাড়ির দৃশ্য দেখে ফিরে এলাম। দিনটা ভালভাবেই কেটে গেলো।

আজ ছুটির দিন, সকাল বেলা বাইরে যাইনি ,বিকেলে ফিনিসিয়া স্টোরে গেলাম, ফ্রিজ – ব্লাকবেরি জুস কিনলাম। তারপর জুবার রাস্তায় গাড়িতে ঘুরলাম। সন্ধার দিকে সুদানি খাবার খেতে একটা রেস্টুরেন্টে এলাম। এখানে আরবি খাবার পাওয়া যায়। মাংস, রুটি, সুপ,লেবু এবং ফুল (এক ধরনের ডাল)বাটা সহ খাবার খেলাম। পেটে জায়গা নেই আর। বেশ মজার সুদানী লোকাল খাবার। অনেক ভিড় এখানে। ভাল চলে দোকানটা ।

জুবা শহরের কিছু কথা

জুবার অধিবাসী নেলসন কেলিকো গোত্রের, সেন্ট্রাল ইকুয়েটরিয়া প্রদেশে তার বাড়ী । তার গোত্র খুবই ছোট, ডিঙ্কাদের মত বিখ্যাত না। সে এই মাটিরই সন্তান, এদেশ তাদেরও। কথা বলছিলাম তার সাথে। পথে একটা মহিলাকে নেলসন উইশ করল , মহিলাও তার হাসিমাখা মুখে উত্তর দিল। আমাকে জানালো এই মহিলা ডিঙ্কা গোত্রের । ডিঙ্কা ছেলেরা বিয়ে করতে গেলে অনেক গরু পণ দিতে হয় মেয়ের বাবাকে । এই মেয়ের জন্য কমপক্ষে ১৫০টা গরু দিতে হবে। এত টাকা সবার হাতে থাকে না। আর এই জন্যই মারামারি, গরু ছিনতাই ও অশান্তি চলতে থাকে।

সাউথ সুদানে অন্য গোত্রের সাথে বিয়ে হতে পারে তবে নেলসনের ভাষ্য অনুসারে এই ডিঙ্কা মেয়েদেরকে এত টাকা পণ দিয়ে অন্য গোত্রের কে বিয়ে করবে। ডিঙ্কারা তাদের মেয়েকে বিয়ে করতে না পারলে অল্প পণে অন্য গোত্রে বিয়ে করে। ডিঙ্কা মেয়েদের দাম নির্ভর করে তারা কত লম্বা এবং শুকনা । ডিঙ্কা ছেলেরা শুকনা এবং সাড়ে ছয় ফিটের মত লম্বা হয়। নেলসন তাই কোন ডিঙ্কা মেয়েকে বিয়ে করতে চায় না। তার দুটো বউ আছে। শহরের দুই দিকে দুজন থাকে। নেলসন পালা করে তাদের বাড়িতে যায় ।

জুবা শহরে নানা কাজে যেতে হয়। তবে এখানকার মানুষের সাথে তেমন মেলামেশার সুযোগ তাতে হয়না।অনেকে অফিস আদালতে চাকুরী করে তারা মাঝে মাঝে তাদের সুখ দুঃখের কথা বলে। সাউথ সুদানের অনেক মহিলা কাজ করে তাদের সংসার চালাচ্ছে। আমাদের অফিসে এক মহিলা কাজ করে, মহিলা মাঝে মাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়ে ও কাজে আসে না। ভিক্টর তার সাথে কথা বলছিল।সে অনেকদিন এখানে আছে তাই এই মহিলা তার চেনা।

তোমার বাচ্চা কয়জন?

পাঁচটা বাচ্চা, বড়টার বয়স ১৩, বাকিগুলো ছোট ।

তোমার বাসায় কে কাজ করে?

কেন আমিই করি।

তুমিত সারাদিন এখানেই থাক।

তাতে কি , এখান থেকে গিয়ে আমি রান্না করি, বাচ্চাদের দেখাশোনা করি

এত সময় পাও কোথায়?

সময় নাই , কাজগুলো তো করতে হবে।

আমি গিয়ে আগুন জ্বালাই তারপর রান্না। কয়লাতে রান্না করি। এক প্যাকেটের দাম এখন ১৩০ এস এস পি। দাম অনেক বেড়ে গেছে। আমার এক মাস চলে।

তারপর কাপড় ধোয়া ও অন্যান্য কাজ করি।

বাচ্চারা স্কুলে যায়, রাতে তাদের পোশাক রেডি করে দেই। আমি অনেক ভোরে উঠে ওদেরকে খাওয়া দেই, তারপর এখানে চলে আসি। অনেক কষ্ট হয় কোন বিশ্রাম নেই।

এত কথার মধ্যে কোথাও স্বামীর কথা নেই। স্বামীরা তাদেরকে কিনে নিয়েছে গরু দিয়ে। স্বামী যদি বিনা দোষেও কিছু বলে এরা তার প্রতিবাদ করতে পারে না বা করে না। ব্যতিক্রম হয়ত আছে।পুরুষ ঘরে বসে কিংবা বাইরে আড্ডা মারে , অনেক বউ আছে তাদের। তারা মারামারি কিংবা যুদ্ধ করবে গরুর জন্য , কোন কাজ করবে না। বেঁচে থাকলে এই জীবন নাইলে মরে যাবে। বিচিত্র এই দেশ। বিচিত্র তার মানুষগুলো।

দেশের মধ্যে জমির অভাব নেই। এক সিজনও যদি চাষ করে তাহলে সারা বছর তারা বসে খেতে পারে। উর্বর মাটি, বীজ ফেললেই গাছ উঠে, ভাল ফসল হয়।পুকুর কেটে মাছ চাষ

করতে পারে, নীল নদের মাছ ধরতে পারে, মানুষ মাত্র কোটি খানেক , তারপরও অভাব, খাবার আশেপাশের দেশগুলো থেকে। তেলের পয়সা দিয়ে তারা খাবার কিনবে তবুও ফসল ফলাবে না। কারন জানিনা এখন পর্যন্ত, জানব হয়ত সামনের দিনগুলোতে ।

তরিত - ইস্টার্ন ইকুয়েটরিয়া

আজকে প্রথম বারের মত অন্য প্রদেশে যাব। আমাদের গন্তব্য ইস্টার্ন ইকুয়েটরিয়া প্রদেশের রাজধানী তরিত, তরিত শহরটা ইস্টার্ন ইকুয়েটরিয়া প্রদেশের তরিত কাউন্টির মধ্যে, এই প্রদেশের কাউন্টির সংখ্যা আটটি, তরিত কাউন্টির পায়াম ছয়টি।

প্রথমে প্রদেশ, তারপর কাউন্টি এবং পায়াম এরপরও ভাগ আছে ওটাকে বোম বলে। জুবা থেকে বাসে করে তরিত যাওয়া যায়। লাল মারামের রাস্তা। পাকা রাস্তাও আছে কিছু জায়গাতে। আমাদের বাহন হেলিকপ্টার, জুবা - তরিত ফ্লাইট টাইম ৪০ মিনিট। জুবা থেকে টেক অফের পর শহরটা একটু ভাল করে দেখলাম, আস্তে আস্তে শহরটা উন্নত হচ্ছে। এখনো টিনের ঘর ও টুকুলের ছড়াছড়ি, নতুন হোটেল ও অট্টালিকা কিছু দেখা যায়। নীল নদের পাড় ধরে জুবা ব্রিজ পার হয়ে, জুবা –তরিত রোডের সমান্তরালে আমাদের হেলিকপ্টার উড়ে চলল।

জুবা শহর এলাকা ছাড়ার পর ভু প্রকৃতি একদম একরকমের । লম্বা ঘাস, মাঝে মাঝে একলা একটা দুটো ঝোপ গাছ, মাঝে মাঝে একটু ঘন গাছের জঙ্গল, মাঝে মাঝে অনেক তালগাছও দেখা যায়। পাথরের পাহাড় আছে , এই পাহাড় গুলো তে বড় গাছ ও ঘাস আছে, ন্যাড়া পাথরও দেখা যায় মাঝে মাঝে।

নীচে সবুজের মেলা, সবুজের পাশে মাঝে মাঝে লাল মাটির দেখা মেলে। সেখানে একটুখানি এলাকা নিয়ে গ্রামের মত, কয়েকটা টুকুল এবং এর কাছেই পানির উৎস আছে।গাছের লাইন দেখা গেলে বুঝতে হবে রাস্তা চলে গেছে গ্রামের দিকে, এগুলো মুলত পায়ে চলা পথ। বিশাল এলাকা জনমানব শূন্য।এত অনাবাদী সবুজ জমি একমাত্র এদেশেই দেখা সম্ভব। ছোট নদীও এঁকে বেঁকে বয়ে যাচ্ছে এর মধ্যে দিয়ে। নদীর পাড়ে কিছু জনবসতি আছে মাঝে মাঝে।

আকাশ পরিস্কার , মাঝে মাঝে হাল্কা সাদা মেঘ, আমরা উড়ে চলছি। নীচে লাল মারামের রাস্তা বেশ প্রশস্ত , গাড়ি ঘোড়া তেমন নেই। রাস্তা তরিত ও নিমুলের দিকে চলে গেছে দুভাগ হয়ে।

নিমুলে উগান্ডা বর্ডারের পাশের শহর । এখান দিয়ে সাউথ সুদানে উগান্ডা থেকে মালপত্র ঢুকে।এই আমদানিকরা জিনিষ দিয়ে জুবা শহর এবং সমস্ত দেশ চলছে। তরিত ছোট শহর, ঘরবাড়ি এখানেও একতালা, টিনের এবং টুকুল। ইদানিং কিছু উঁচু বাড়িঘর হচ্ছে। হেলিপ্যাড মারাম দিয়ে বানানো। বিমান বন্দর নেই।

কাজকর্ম শেষ করে একটু শহর দেখতে বের হলাম। রুয়ান্ডার ভিনসেন্ট ছিলো আমার সাথে। তরিত স্বাধীনতা স্কোয়ার নামলাম, কয়েকটা ছবি তুললাম। তারপর রাউন্ড এবাউট ঘুরে আবার ফিরে এলাম। শহরে যাওয়ার রাস্তা ভাল না, অনেক খানাখন্দ আছে। শহরও তেমন উন্নত না। আরেক বার আসতে হবে এখানে।

এখানেও পাহাড় ও তৃণভূমি রয়েছে। কিছু ছবি তুললাম। তরিতে নতুন স্কুল বানানো হচ্ছে দেখলাম। অনেক ছোট ছোট বাচ্চা। রাস্তার দুইপাশ এখনো কারো দখলে নেই। কিছু দোকান পাট রয়েছে রাস্তা থেকে একটু দূরে। ইথিওপিয়ার মবিগেতা একবার ইস্টার্ন ইকুয়েটরিয়ার রাজধানী তরিত আটকে গিয়েছিল, থাকার কোন প্রস্তুতি না থাকায় জুবাতে ফেরার জন্য লোকাল মাইক্রোবাসে উঠে বসলো । এগুলো নিয়মিত এই পথে চলাচল করে। উঠার পর সে বুঝতে পারল যে কাজটা ঠিক হয়নি। ততক্ষণে বাস ছেড়ে দিয়েছে।

রাস্তা কাঁচা, খানাখন্দে ভরা, তার মাঝে ড্রাইভার পাগলের মত চালাচ্ছে। জান হাতে নিয়ে সে বসে আছে। এপথে মাঝে মাঝেই দুর্ঘটনা ঘটে, মৃত্যু খুবই স্বাভাবিক। যেহেতু ফেরার পথ নেই তাই সে ঘাপটি মেরে বসে রইল। পথে কিছুক্ষণ যাত্রা বিরতি। সেখানে একটা ছোট দোকানে ঢুকে কড়া পাঁকের দু গ্লাস মদ মেরে দিল। কিছুক্ষণ পর সে ঘুমিয়ে গেল, তাই কিছুই বুঝতে পারেনি পথে কি হল। জুবাতে এসে হেল্পার তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিয়ে বলল এখন নেমে পড়। ঘুম চলে আসাতে শান্তিমত ভ্রমন শেষ করতে পেরেছিল।

দুপুরে মজার লাঞ্চ করলাম চিকেন দিয়ে। সাথে ছিল ফ্রেঞ্চ ফ্রাই ও ভাত। পরে জুস ও ফল খেলাম। সময়টা ভালভাবে কেটে গেলো। ২ টার সময় হেলিকপ্টার চলে এলো, কিছুক্ষণের মধ্যে বোর্ডিং শেষ হল । আমরা ফিরে চললাম জুবাতে।

জুবা থেকে মালাকালের পথে

জুবা থেকে প্লেনে করে মালাকালের পথে রওয়ানা হলাম। দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে ফ্লাইট , সময় মত প্লেন টেক অফ করল। এক ঘন্টা পনেরো মিনিট ফ্লাইট টাইম।মালাকাল আপার নাইল স্টেটের রাজধানী, এই স্টেটের প্রদেশ বারটি। এই প্রদেশের আয়তন ৭৭,৭৭৩ বর্গ কিলোমিটার। প্রদেশটা সাউথ সুদানের উত্তর পূর্বে, ইথিওপিয়ার পাশে। হোয়াইট নাইল নদী এই স্টেটের উপর দিয়ে বয়ে দক্ষিনের দিকে চলছে।

মালাকাল এয়ারপোর্ট

দুপুর বেলা মালাকাল এসে পৌঁছালাম, আজ দিনটা ছিল আলোকিত, আকাশ পরিস্কার হাল্কা মেঘ ছিল শুধুমাত্র। এই পথে প্রায় বৃষ্টি হয় এবং আবহাওয়া খারাপ থাকলে বেশ বাম্পিং হয় প্লেনে। আমরা সুন্দর ভাবে ছোট্ট মালাকার বিমান বন্দরে অবতরন করলাম। এটা একটা ছোট বিমান বন্দর, এখান থেকে আভ্যন্তরীণ রুটে কিছু প্লেন চলে। দিনে একটার বেশি ফ্লাইট কমই থাকে। চারিদিক সব শান্ত। অল্প কিছু মানুষজনের আনাগোনা দেখা যায়।

এক মেঘলা বিকেলে হোয়াইট নাইল নদীর পাড়ে

জিপে করে রওয়ানা হলাম, মাটির রাস্তা, লাল মারাম ফেলে বানানো, এখানকার মাটি কাল। বাহির থেকে এই লাল মারাম আনা হয়েছে রাস্তা বানানোর জন্য। বাজে রাস্তা, বড় বড় গর্ত হয়ে গেছে। পেটে খাবার থাকলে এই পথে চললে সব হজম হয়ে যাবে। হোয়াইট নাইল নদীর পারে থাকার জায়গা। নদীতে বড়শি ফেলে মাছ ধরলাম কিছুক্ষণ। আকাশ মেঘলা হয়ে আসছে, হোয়াইট নাইল নদীর কয়েকটা ছবি তুললাম।

হোয়াইট নাইল নদীর বুকে নৌকায় মানুষেরা

নদীর দুই পাড় বুক সমান উঁচু ঘাসে ঢাকা, কাঁদা মাটি, স্যাঁতস্যাঁতে ভেজা জায়গা। তারপর ঝোপ গাছের সারি, এরই মাঝে তাল গাছ একপায়ে দাড়িয়ে আছে। কখনো একলা কখনোবা বেশ কয়েকটা মিলে। এই নদীতে মাঝে মাঝে নৌকা দেখা যায়। ইঞ্জিন চালিত নৌকা দিয়ে লোকজন যাতায়াত করে। মালামাল ও নৌ পথে এখানে আসে। মালাকালে একটা নদী বন্দর আছে ।

একা এক জেলে মাছ ধরছে হোয়াইট নাইল নদীর পানিতে

বিকেলটা ছিল মেঘে ঢাকা। হঠাৎ দেখলাম একটা ডিঙ্গি নৌকাতে করে একলা এক জেলে মাছ ধরছে। নদীতে প্রচণ্ড স্রোত, জেলে এক হাতে নৌকা সামলাচ্ছে আর আরেক হাতে বিছিয়ে যাওয়া জালে মাছ লেগেছে কিনা দেখছে । আর দেরী না করে ছবি তুলে ফেললাম। নদীর মাছগুলো বেশ মজার। এখানে একদিন এই মাছের ফ্রাই খেলাম।

মাইলের পর মাইল প্রকৃতি এরকম –মালাকাল

জুবা থেকে একটু বাহিরে গেলেই প্রকৃতি অন্য রকম হয়ে যায়। বহু শত মাইল ঘাস জমি, মাঝে মাঝে ঝোপ গাছ। তালগাছ একপায়ে দাড়িয়ে আছে অনেক। এটা এখানকার কমন দৃশ্য।শহর থেকে বাইরের রাস্তাগুলোতে মাঝে মাঝে গাড়ি চলে। এখানে খচ্চরে টানা গাড়িতে মালপত্র এবং কখন ও মানুষজন চলাচল করে। চাইনিজ মোটর সাইকেল দিয়ে এখানে আমাদের দেশের মত ভটভটি চালু হয়েছে দেখলাম । মোটর সাইকেল ও আছে একটু অবস্থাপন্ন মানুষের।

বিশাল এই দেশে পাকা রাস্তার বড়ই অভাব। রাস্তা গুলো মাটির এবং যুগ যুগ ধরে এভাবেই মানুষজন দিন পার করছে। তবে বর্ষা কালে রাস্তা চলাচলের অনুপযুক্ত হয়ে যায় , এসময় না পারতে যাতায়াত চলে। বহু বছর ধরে চলা গৃহ যুদ্ধ তাদের স্বাভাবিক জীবনকে

বদলে দিয়েছে। এখন আবার নতুন করে সব শুরু হচ্ছে। দূরে একটা প্রাইমারি স্কুল দেখলাম। নতুন করে বানান হচ্ছে। সকাল বিকেল ছেলে মেয়েরা যাতায়াত করছে স্কুলে।

ঝোপ গাছ ও মালাকালের মেঠো পথ

বিকেল বেলা মালাকাল শহর একটু ঘুরে দেখব বলে ঠিক করলাম। দুপুরের পর থেকে মেঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে। আকাশ মেঘলা, পাঁচটার সময় মালাকাল শহরের পথে রওয়ানা হলাম। রাস্তার অবস্থা শোচনীয় , মাটির রাস্তা, গর্ত আর বর্ষার পানিতে কাঁদা হয়ে আছে। খুবই সাদামাটা দৃশ্য। গরিবি হালত বলা চলে। মেইন রোড একসময় পাকা ছিল, এখন খারাপ অবস্থা। বাজারের দোকানগুলোতে জিনিসপত্র খুব কম। বর্ষাকালে আমদানি কম হয় কারণ রাস্তা খারাপ থাকে, পাশের দেশগুলো থেকে কিছু আসতে পারে না। ফলমূল শাকসবজির দাম আকাশ ছোঁয়া।

পরিকল্পনা মাফিক শহরে রাস্তা বানানো হচ্ছে। এক সময় শহরটা সুন্দর হয়ে যাবে। প্লানটা বেশ সুন্দর, জায়গার তো কোন অভাব নেই। টিনের চালের ঝুপরি দোকান, দুই একটা দোতালা বাড়ী। অনেক মুসলমান আছে মনে হল। মসজিদ দেখলাম কয়েকটা। বেশ ভাল করে বানানো। শহরের রাস্তায় কিছুক্ষণ ঘুরে আমরা ফিরে আসছি অন্য একটা রাস্তা দিয়ে। এই রাস্তাটা মালাকাল পোর্টের দিকে গেছে। বাজে রাস্তা, থক থকে কাঁদা রাস্তাতে। পোর্টের অবস্থাও বেশি সুবিধার না। তবে এখান দিয়ে নদীপথে মালামাল আসে। আজ পোর্ট দেখা হল না।

তোমার ভাংগা বাসেতে আমি যাবনা- তাহলে খচ্চর টানা গাড়িতে যেতে হবে

বেশ মজাই লাগছিল যখন লিখছিলাম। এখানে আশেপাশের এলাকাতে যাতায়াতের জন্য মাঝে মাঝে সাধারন বাস চলে দু একটা তা না হলে খচ্চরে টানা দু চাকার গাড়িই ভরসা। কিছু না থাকলে দুই পা তো আছেই। আমাদের ভাগ্য ভাল, বৃষ্টি আসেনি আজ বিকেলে। রাস্তা ছাড়া বাকী জায়গাগুলো ঘাস জমি, মাঝে মাঝে ছোট ছেলে মেয়েরা গরু বা ছাগলের বড় বড় পাল

নিয়ে ঘরে ফিরছে। কিছু পালের সাথে মহিলারাও আছে, পুরুষ খুব কম দেখলাম পশুর পালের সাথে।

বহু শত মাইল এরকম তৃণভূমি - তৃণভূমিতে গরুর পাল

রাত শেষে মালাকালে ভোর আসে। এখানে এখনও গ্রামের নিস্তব্দতা।সূর্য এখনও উঠেনি, পাখীর ডাক শোনা যায় নদীর পাড়ে। সাদা বকেরা ডানা মেলে উড়ে চলে নদীর উপর দিয়ে। ঝোপ গাছ গুলোতে নানা জাতের পাখি বসে আছে। অপূর্ব দৃশ্য। সকাল বেলার গাছপালা আর সবুজের দৃশ্য অপূর্ব লাগে, ঝোপের পাশাপাশি তালগাছ গুলো যেন শূন্য প্রান্তরে মাথা উঁচু করে পাহারাদারের মত দাড়িয়ে আছে।

রাতে বৃষ্টি হয়েছে, নদীতে বেশ স্রোত, কচুরিপানা আর ঘাসের ভেলা নানা আকারে একত্রে ভেসে যাচ্ছে। মানুষজন দেখতে পেলাম না নদীতে, তবে পাখীরা তাদের খাবারের খোঁজে নদীতে উড়াউড়ি করছে। মালাকালে সকালটা বেশ সুন্দর। দুপুরের দিকে আবহাওয়া বেশ গরম থাকে তারপর সন্ধ্যার পর আবার হালাকা ঠাণ্ডা বাতাস পাওয়া যায়।

এখানকার মানুষেরা পশুপালন করে তাদের দিন কাটায়, এই পশুর সংখ্যাই তাদের ক্ষমতার উৎস। যে যত বেশি গরুর মালিক তার তত দাপট। সে অনেক বিয়ে করতে পারে, মেয়েদেরকে গরু দিয়ে বিয়ে করতে হয়, যে মেয়ে যত সুন্দর তার জন্য তত বেশি গরু লাগে। তাই গরু ছিনিয়ে নেয়া এবং এজন্য যুদ্ধ , হানাহানি, রক্তপাত সবই হয় এখানে ।

মালাকাল থেকে আগামিকাল আমাকে জংলে প্রদেশের ইউয়াই যেতে হবে। মালাকালে দিনগুলো ভাল ভাবেই কেটে গেল।